তারিখ ... 17 MAY ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ... 2

প্রথম আলো

৪১০০ শিক্ষার্থীকে বৃত্তির টাকা দিল ডাচ্-বাংলা ব্যাংক

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

ঠেলাগাড়িচালক বাবার পক্ষে সংসার চালানো ছিল কঠিন। তাই ছয় ভাইবোনের মধ্যে বড় রফিকুল ইসলাম কাজ নেন দরজি দোকানে। কাজের পাশাপাশি লেখাপড়া চালিয়ে ২০১২ সালে পাস করেন মাধ্যমিক। নানা প্রতিবন্ধকতা ঠেলে কুড়িগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছেলে রফিকুল এখন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।

ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের শিক্ষাবৃত্তি নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাস করা রফিকুল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে পড়ছেন। কৃতী শিক্ষার্থী হিসেবে আরও অনেকের সঙ্গে গতকাল শনিবার স্নাতক পর্যায়ে ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের বৃত্তি পেয়েছেন হার না-মানা এই তরুণ।

দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে স্নাতক পর্যায়ে অধ্যয়নরত এমনই ৪ হাজার ১০০ জন শিক্ষার্থীকে গতকাল বৃত্তির টাকা দিয়েছে ব্যাংকটি। ২০১৪ সালের উচ্চমাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের ভিত্তিতে এ বৃত্তি দেওয়া হলো। শিক্ষাবৃত্তির ৯০ শতাংশ দেওয়া হয় গ্রামাঞ্চলের শিক্ষার্থীদের এবং বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের ৫০ শতাংশই নারী।

রাজধানীর মিরপুর ইনডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, বিশেষ অতিথি আইনমন্ত্রী আনিসুল হক ও বাংলাদেশে নেদারল্যান্ডসের রাষ্ট্রদূত গারবেন ডি জং তিনজন করে শিক্ষার্থীর হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন। ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান সায়েম আহমেদ এতে সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কে এস তাবরেজ ও বৃত্তিপ্রাপ্ত একাধিক শিক্ষার্থী।

অর্থমন্ত্রী বলেন, 'যারা বৃত্তি পেল, তারা সমাজটাকে মনে রাখবে, এটা সমাজের প্রতিদান। তাদেরও একসময় এর প্রতিদান দিতে হবে।' বিশেষ অতিথি আনিসুল হক বলেন, 'সুবিধাবঞ্চিত ও অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়ানোয় ডাচ্-বাংলা ব্যাংককে ধন্যবাদ। এ রকম সমাজ ও মানব উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড আরও বিস্তৃত হোক।' নেদারল্যান্ডসের রাষ্ট্রদূত বলেন, 'বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, নারীর ক্ষমতায়ন ও দারিদ্র্য নির্মূলের লক্ষ্য অর্জনে নারীশিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। শিক্ষাবৃত্তির এ উদ্যোগ দেশের মানবসম্পদ উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।' ব্যাংকের পক্ষ থেকে জানানো হয়, বর্তমানে ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের শিক্ষাবৃত্তি সুযোগ পাচ্ছেন ২০ হাজার ৪৯৫ জন শিক্ষার্থী।

ব্যাংকের চেয়ারম্যান সায়েম আহমেদ বলেন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসনে ডাচ্-বাংলা ব্যাংক অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করে আসছে। শিক্ষাবৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধিশালী বাংলাদেশ গড়তে সহায়তা করবে।